দৈনিক খবর

তারিখ 16 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিএনপি'র শাসনামলেই রেজিস্ট্রার বিল্ডিং—এ প্রথম ছাত্র খুন হলো

● প্রিয়তোষ গুপ্ত ●

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির এক সুমহান ইতিহাস আছে। সেই '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৯০-র গণআন্দোলন পর্যন্ত এই ছাত্রদের জন্যই বাংলাদেশের ইতিহাসে এক একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। ইতিহাসের এই দিক উন্মোচনকে প্রসারিত করতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ– একথা বললে খুব একটা অসত্য বলা হবে না। আর এ কারণেই ছাত্রদেরকে, ছাত্র রাজনীতিকে আমাদের দেশে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

ছাত্র রাজনীতির সাথে সন্ত্রাসের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না কিংবা থাকা উচিতও নয়। কারণ এটা ছাত্র রাজনীতির ধর্মের' মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। এখন ছাত্র রাজনীতি মানেই হচ্ছে ভায়োলেন্স জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থ চরিতার্থ করা, হলে আর ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার, গাড়ী ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, অস্ত্রের মহড়া। অস্ত্র আজ ছাত্র রাজনীতির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর যেখানেই অবৈধ অস্ত্র সেখানেই খুন, ছিনতাই, রাহাজানি প্রভৃতি সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ছোট বড় সব ছাত্র সংগঠনই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সন্ত্রাস করে। আসলে তারা সন্ত্রাস করতে বাধ্য হয়। এখন কথা হচ্ছে কারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং সন্ত্রাস করতে বাধ্য করায়। এ প্রশ্নের উত্তর আজ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে, রাজনীতি করবে সৎ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ার জন্যে, রাজনীতি করবে অন্যায়, অবিচার আর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু এ ধরনের রাজনীতি আজ শুধুই স্বপ্ন। তবে পূর্বে ছিল একথা বলা না গেলেও বর্তমানের মত এতটা নাজুক পরিস্থিতি ছিল না একথা অকপটে বলা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে অস্থিরতা, সন্ত্রাস, বিক্ষোভ, মৌলবাদের উত্থান আর ষড়যন্ত্র চলছে তা কখনো শুভ লক্ষণ হতে পারে না। তার সাথে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস বাংলাদেশের রাজনীতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এক, মৌলবাদ গোষ্ঠী সমর্থিত শিবিরের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সন্ত্রাস এবং দুই, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার লড়াই। গত ছয় মাসে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসের যে তান্ডবতা দেখা গেছে তার জন্য সরকার অনেকাংশে দায়ী– একথা সচেতন নাগরিক মাত্রই স্বীকার করবেন। কেননা জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং সর্বোপরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সন্ত্রাস হয়েছে বিগত ছয় মাসে তার অধিকাংশই ছিল সরকার সমর্থিত ছাত্রদল ও সরকারের অনুকম্পা প্রাপ্ত ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ঘটনা. বর্তমান সরকার যদি মনে করেন এ রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলার পরও তার দল ভবিষ্যতে ক্ষমতায় থাকবেন কিংবা গণতন্ত্র ও উন্নয়নের রাজনীতি করতে পারবেন তাহলে বলব এ সরকারের দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনগুলো থেকে সন্ত্রাস দূর করার কথা বলেন, কিন্তু বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া দেখলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় সরকার সন্ত্রাস বন্ধে কতটুকু আন্তরিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ হলই বর্তমানে ছাত্রদলের দখলে এবং প্রায় প্রতি রাতেই হলগুলোতে চলে অস্ত্রের মহড়া। পুলিশ কেবলই নির্বাক দর্শক। তাই বলে বলব না সন্ত্রাস কেবল ছাত্রদলই করে– ছাত্রলীগ, শিবির, জাসদ এরা করে না। সন্ত্রাস সব দলই করে। তবে সেটা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যখন যার ক্ষমতা বেশী তখন সে তার আধিপত্য বিস্তার করে। আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে হয়তো ছাত্রলীগও তার ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করত। এ অস্বাভাবিক কিছুই না। বিগত বছরগুলোতে এরকমই হয়ে এসেছে। কিন্তু ক্ষমতার এরূপ ব্যবহার কখনো দেশ ও জাতির মঙ্গল বয়ে আনেনি, কখনো আনবেও না। মুজিব সরকারের আমলে মহসিন হলে এক সঙ্গে ৭ জন হত্যা করার দায়ে তৎকালীন সরকার দোষী ব্যক্তিদের জেল দেন। কিন্তু পরবর্তী সরকার এসে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করেন। সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়া এভাবেই শুরু হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন সন্ত্রাসী তৈরী হয়। আর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে আসেন। আমাদের দেশেরই একজন প্রখ্যাত লেখক বলেছেন– 'স্বাস্থ্য সংক্রমণ নয়, ব্যাধি সংক্রমণ' আর সংক্রমিত এই সন্ত্রাসের মূল উৎপাটনে দেশের সরকারকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হয়, দায়িত্বটা সরকারের উপরই বেশী থাকে।

সরকারের কোন কোন মন্ত্রী যদি আর্মস ক্যাডারকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন তাহলে সন্ত্রাস কোনদিনই বন্ধ হবে না। নাকি সরকারী দল মনে করেন তাদের দলের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে না, সন্ত্রাস করে কেবলমাত্র বিরোধী দল। এ সরকার সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সন্ত্রাস দমন আইন করেছেন। কিন্তু এ আইন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তা অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী 'নিউজ উইক'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। সাধারণ একজন ছাত্র হলে সিট পেতে চাইলে তাকে যেতে হবে ছাত্র সংগঠনের কোন নেতা কিংবা কোন ক্যাডারের কাছে। যার উপর রয়েছে প্রশাসনিক সমর্থন এবং ক্ষমতার প্রভাব। এক সময় সেই নেতা সাধারণ ছাত্রটিকে নিজ দলে ভিড়িয়ে নিবেন কিংবা তাকে দিয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপ করাবেন এবং এক পর্যায়ে সেই ছাত্রটি হয়ে যাবেন উক্ত দলের আর্মস-ক্যাডার। এভাবে সন্ত্রাসী দিন দিন বাড়ছে। অতি সম্প্রতি হত্যাকান্ড সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে একজন কর্মকর্তা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছি প্রায় সাতাশ বছর। রেজিস্ট্রি বিল্ডিং-এ ঢুকে হত্যাতো দূরের কথা মারামারি করার ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেছে বলে শুনিনি। বিএনপি'র আমলে এটাও দেখতে হলো।' --যাযাদি (৯ই নভেঃ)

এ সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবী করেন, আমরাও তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সন্ত্রাস আর গণতন্ত্র এক সাথে চলতে পারে না। আঞ্চলিকতার স্বজনপ্রীতি শাসকগোষ্ঠীর কোন কোন মন্ত্রী যদি ত্যাগ করতে না পারেন তবে কখনই সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। দেশ ও জাতির উন্নতি হবে না। আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই গণতান্ত্রিক হই, দেশ ও জাতির উন্নয়ন কামনা করি, তবে আমাদের এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। গোটা জাতি আজ শিক্ষাঙ্গনের এই দুরবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলেই চিন্তা-ভাবনা করছেন কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সন্ত্রাস দূর করা যায়। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা কঠোর ভাষায় এর সমালোচনা করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। তারা কিছুদিনের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সবদিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন এবং শিক্ষকরা যা সিদ্ধান্ত নিবেন তা তিনি অর্থাৎ তার সরকার সমর্থন করবেন বলে বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্র রাজনীতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ করলে কিংবা দু'একজনকে গ্রেফতার কিংবা বহিষ্কার করলেই কি সন্ত্রাস চিরতরে বন্ধ হবে– এ ধরনের পদক্ষেপ সাময়িক সমাধান মাত্র। কিন্তু সন্ত্রাসকে চিরতরে বন্ধ করতে হলে সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে সত্যিকার অর্থে (লোক দেখান নয়) আন্তরিক হতে হবে, অস্ত্রের উৎস সন্ধান করতে হব, জাতীয় রাজনীতি থেকে ধর্মকে এবং ছাত্র রাজনীতিকে পৃথক করতে হবে, মৌলবাদী শক্তিকে প্রশাসনিক সমর্থন দেয়া বন্ধ করতে হবে, সন্ত্রাসীদের জন্য নেতাদের সুপারিশ বন্ধ করতে হবে, সর্বোপরি বিরোধী দল ও সরকারকে গঠনমূলক রাজনীতি করতে হবে। তবেই যদি সন্ত্রাস নামক এই কলংকেটির হাত থেকে বাঙালী জাতি মুক্ত হতে পারে। সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অরাজকতা ইত্যাদি দূর করার প্রত্যাশা আজ আমাদের সকলের। জানি না এ প্রত্যাশার দিন কবে শেষ হবে. কবে পাব আমরা একটি সুন্দর সমাজ, একটি সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ। নাকি এ প্রত্যাশা কেবলই স্বপ্ন, কেবলই নজরুলের গান ঃ -

আরো কতদিন বাকী
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়
নিভে যায় মোর আঁখি
কত আঁখি তারা নিভিয়া গিয়াছে,
কাঁদিয়া তোমার লাগি